

টোটোর রুট এবার নির্দিষ্ট! কিউআর কোডেই হবে টোটোর পরিচয়



নিজস্ব প্রতিবেদন : যানজট কমাতে শিলিগুড়িতে পুলিশের নতুন উদ্যোগ রুট ভাঙলেই নজরে পড়বে ট্র্যাফিক পুলিশের!

শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে টোটোর চলাচল আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে বড় পদক্ষেপ নিল শিলিগুড়ি ট্র্যাফিক পুলিশ। শহরকে ছয়টি নির্দিষ্ট রুটে ভাগ করে প্রতিটি টোটোকে আলাদা পরিচিতির আওতায় আনার কাজ শুরু হয়েছে। রুট ১-এর পর এবার রুট ২-এর টোটোগুলিকেও কিউআর কোড ও

কমলা রঙের স্টিকার দেওয়া হল।

সোমবার মাঝাঙড়িতে পুরনো প্রধাননগর থানা চত্বরে জংশন ট্র্যাফিক গার্ড ও পানিটাংকি ট্র্যাফিক গার্ডের উদ্যোগে রুট ২-এর টোটো চালকদের হাতে এই কিউআর কোড ও স্টিকার তুলে দেওয়া হয়। এদিন প্রায় এক হাজার চালককে তা দেওয়া হয়েছে। বাকি আরও প্রায় এক হাজার চালকের হাতে মঙ্গলবার এগুলি তুলে দেওয়ার কথা রয়েছে।

রুট ২-এর জন্য পোস্ট অফিস মোড় থেকে মাঝাঙড়ি পর্যন্ত নির্দিষ্ট পথ ঠিক করা হয়েছে। গোস্টোপাল মোড়, বিধান রোড, চার্চ মোড়, এয়ারভিউ মোড় ও গুরুং বস্তি মোড় হয়ে সার্ভিস রোড ধরে মাঝাঙড়ি পর্যন্ত টোটো চলাচল করবে। পাশাপাশি হিলকার্ট রোডের সার্ভিস রোড, এয়ারভিউ মোড় ও বর্ধমান রোড হয়ে জলপাই মোড় পর্যন্তও নির্দিষ্ট রুটে টোটো চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্র্যাফিক) কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ, এডিসিপি (ট্র্যাফিক)

পূর্ণিমা শেরপা, এসিপি (ট্র্যাফিক) সুবীর দত্ত-সহ ট্র্যাফিক পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা।

পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন টোটো চালকদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, কিউআর কোড ও নির্দিষ্ট রঙের স্টিকার থাকায় কোন টোটো কোন রুটের, তা দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে। ফলে অযথা হরানির আশঙ্কাও কমবে।

তবে নির্দিষ্ট রুট মেনে চলার কারণে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছতে অতিরিক্ত পথ ঘুরতে হতে পারে। এতে যাত্রী পরিষেবায় কিছুটা প্রভাব পড়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন কয়েকজন টোটো চালক।

ট্র্যাফিক পুলিশের দাবি, শহরের যানজট কমানো, টোটোর চলাচলে শৃঙ্খলা আনা এবং রুটভিত্তিক নজরদারি আরও কার্যকর করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

রান্নাঘরেই মিলল অনিয়ম!



নিজস্ব প্রতিবেদন : মিস্তির শিরায় আরশোলা! হোটেলের রান্নাঘরে মিলল পচা চিকেন! শুধু তাই নয়, উদ্ধার হয়েছে বহুদিনের পুরনো ক্ষীর ও মেয়াদ উত্তীর্ণ মসলা।

আপনার পছন্দের খাবার তৈরির জায়গাটিই

যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, তাহলে কী করবেন? শিলিগুড়ির এই অভিযানে ঠিক কী কী অনিয়ম ধরা পড়ল, জানতে খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউবে এ সংক্রান্ত ভিডিও প্রতিবেদন শেষ পর্যন্ত দেখুন। শিলিগুড়ি শহরে খাবারের গুণমান এবং স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে ফের কড়া নজরদারি শুরু করল প্রশাসন। শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন ও খাদ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন হোটেল, মিস্তির দোকান এবং খাবারের দোকানের রান্নাঘরে চালানো হয় অভিযান।

অভিযানের সময় শহরের এক মিস্তির দোকানে শিরার মধ্যে আরশোলা পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি রান্নাঘর থেকে উদ্ধার হয় দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা ক্ষীর। অন্যদিকে, একটি হোটেলের রান্নাঘরে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় পচা চিকেন। একইসঙ্গে মেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ কিছু মসলা। খাবার তৈরির পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে একাধিক অনিয়ম সামনে আসায় বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে প্রশাসন।

অভিযানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও খতিয়ে দেখা হয়। অনিয়মের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট দুটি খাবারের দোকানকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে রান্নাঘরে যথাযথ হাইজিন ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনি যে খাবার খাচ্ছেন, সেটি কতটা নিরাপদ; এই প্রশ্নই ফের সামনে এনে দিল শিলিগুড়ির এই অভিযান।

মানুষ নয়, বিপদে কুকুরই হয়ে উঠল রক্ষাকর্তা!



নিজস্ব প্রতিবেদন : তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা এক অসহায় তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা শুরু করেছিল এক দুষ্টু। কিন্তু একদল পথ কুকুর সেই দুষ্টুকে তাড়া দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। দুর্বল সেই তরুণীর বিপদের মুহূর্ত তৈরি হয়েছিল; আর ঠিক তখনই সামনে এসে দাঁড়াল একদল পথকুকুর। তাদের তাড়া খে

য়ে পালাতে বাধ্য হলো অভিযুক্ত, রক্ষা পেলেন ওই তরুণী।

যাদের অনেকেই ভয় পান, সেই কুকুরগুলিই কখনও কখনও মানুষের সবচেয়ে বড় আশ্রয় হয়ে ওঠে। ভালোবাসা দিলে তারাও যে ভালোবাসা ফিরিয়ে দেয়, এই ঘটনাই যেন তার জীবন্ত প্রমাণ। ঘটনাটি আমাদের আরও একবার মনে করিয়ে দেয়, পৃথিবীতে মানুষের অন্যতম বিশ্বস্ত ও অকৃত্রিম বন্ধু কুকুর। রাস্তার ধারে দিনরাত ঘুরে বেড়ানো এই প্রাণীগুলিকে আমরা অনেক সময় বিরক্তির চোখে দেখি। অথচ বিপদের সময়ে তারাই মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, কখনও কখনও নিজের জীবন বিপন্ন করেও। প্রকাশিত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, এক তরুণীকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসা এক দুষ্টুকে কুকুরদের একটি দল তাড়া করে। সামনে একাধিক কুকুরকে দেখে ওই দুষ্টু আচমকাই পিছিয়ে যায়। কুকুরগুলির তাড়া খেয়ে শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় সে। স্থানীয়দের বক্তব্য, ওই কুকুরগুলিই কার্যত তরুণীকে বিপদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ঘটনাটি সামনে আসার পর নেটিজেনদের একাংশও পথকুকুরদের এই ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, কুকুরকে ভয় পাওয়ার আগে তাদের বোঝা দরকার।

বিশেষ করে যাঁরা কুকুর দেখলেই ভয় পান বা অপছন্দ করেন, তাঁদের উদ্দেশে একটি মানবিক বার্তা; অকারণে তাদের আঘাত করবেন না, তাড়াবেন না। বরং দায়িত্বশীলভাবে পথকুকুরদের র‍্যাবিসের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন এবং সম্ভব হলে সামান্য খাবার ও মমতা দিন।

কারণ, আপনার দেওয়া সামান্য ভালোবাসাটুকুও তারা হয়তো ফিরিয়ে দেবে দ্বিগুণ ভালোবাসায়; কোনও প্রত্যাশা ছাড়াই। অবলা নয়, ওরাও অনুভূতিশীল। ভালোবাসা দিন, নিরাপদ থাকুন, ওদেরও নিরাপদ রাখুন।



খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনো পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(শিল্প ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

উমার বন্দনা হোক প্রকৃতি

রক্ষার অঙ্গীকারে

কৈলাশ থেকে উমা আসছেন মর্ত্যে। চারদিনের উৎসব শেষে আবার ফিরে যাবেন সেই কৈলাশেই। কিন্তু যে হিমালয় দেবীর আবাস, আজ সেই হিমালয়ই জলবায়ু পরিবর্তন, হিমবাহ গলা, হ্রদ ফেটে যাওয়া ও ভয়াবহ ধসের আশঙ্কায় ক্রমশ বিপন্ন।

নেপালসহ হিমালয় অঞ্চলের সাম্প্রতিক বিপর্যয় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে;প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে তার অভিঘাত থেকে কেউই নিরাপদ নয়।

তাই দুর্গাপূজো শুধু আলো, মণ্ডপ, ঢাক আর আনন্দের উৎসব হয়ে থাকলে চলবে না। দেবী দুর্গা তো প্রকৃতিরই এক শক্তির প্রতীক। সেই প্রকৃতিকে যদি আমরা ধ্বংস করি, তাহলে দেবীর বন্দনার সার্থকতা কোথায়?

এবার উমাকে বরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অঙ্গীকার হোক;হিমালয় বাঁচাব, নদী-জঙ্গল বাঁচাব, পরিবেশ বাঁচাব। কারণ প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারলেই সত্যিকারের সার্থক হবে দেবী দুর্গার আরাধনা।



শরীর-মন-আত্মার বিকাশে

যুব প্রশিক্ষণ শিবির



নিজস্ব প্রতিবেদন : জীবন গড়ার লক্ষ্যে তিন দিনের বিশেষ যুব প্রশিক্ষণ শিবির! যোগচর্চার মাধ্যমে শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার পাঠ।

আদর্শ মানুষ ও সুন্দর সমাজ গড়ার ভাবনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ।

প্রাক্তন রেলওয়ে পুলিশ আধিকারিকদের কাছ থেকেও মিললো গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ।৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ির কুমলাই টি গার্ডেনে বসে এই বিশেষ আয়োজন।

মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা;এই ভাবনাকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ির কুমলাই টি গার্ডানে আয়োজিত হলো তিন দিনের বিশেষ যুব প্রশিক্ষণ শিবির।

ভলান্টিয়ার্স সোসাল সার্ভিস বা ভিএসএস , আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের সামাজিক পরিষেবা শাখার উদ্যোগে ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এই প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় বলে স্বেচ্ছাসেবী অভিজিৎ দাস জানিয়েছেন।

আয়োজকদের মূল লক্ষ্য, শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ তৈরি করা এবং একটি সুন্দর ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করা।

শিবিরে ছিলো যোগচর্চা ও যুব প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি জীবনদর্শন, শৃঙ্খলা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজসেবার বিভিন্ন দিক নিয়েও প্রশিক্ষণ ও আলোচনা হয়।

প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আচার্য সুদক্ষারানন্দ অবধূত, আচার্য সুদাভ্রনন্দ অবধূত, আচার্য গুরুধ্যানানন্দ অবধূত এবং আচার্য সর্বজয়ানন্দ অবধূত।

তাদের পাশাপাশি প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন প্রাক্তন রেলওয়ে পুলিশ আধিকারিক অমিয় পাত্র ও প্রবোধ নন্দী।

এই তিন দিনের শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিলো যোগ ও যুব উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ। একই সঙ্গে যাঁরা প্রশিক্ষক বা রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশ নেন, তাঁদের জন্য দেওয়া হয় শংসাপত্র।

আয়োজকদের বার্তা অত্যন্ত স্পষ্ট; শুধু নিজের উন্নতি নয়, মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয়ে সমাজের জন্য কাজ করাই একজন আদর্শ মানুষের পরিচয়। আর সেই লক্ষ্যেই নতুন প্রজন্মকে শরীর, মন ও আত্মার সমন্বিত বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই উদ্যোগ।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

২৫ বছরের প্রশাসনিক যাত্রা, ‘সেবা সংকল্পে’ বিজেপি



নিজস্ব প্রতিবেদন : ২৫ বছর প্রশাসনে; এবার দেশজুড়ে সেবার বার্তা। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মাসব্যাপী ‘সেবা সংকল্প অভিযান’।

বুথ থেকে জেলা; সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছবে একাধিক কর্মসূচি। প্রদীপ জ্বালানো, অঙ্কন প্রতিযোগিতা থেকে পথনাটক; থাকছে নানা উদ্যোগ।

অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীদের সম্মান জানিয়ে তুলে ধরা হবে তাঁদের অবদানও।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে এক মাসব্যাপী ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন থেকে শুরু হয়ে এই কর্মসূচি চলবে ১৭ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বছরের যাত্রা এবং এই সময়ে নেওয়া বিভিন্ন

জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজ সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরাই অভিযানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুথ, মণ্ডল, ব্লক, মহকুমা ও জেলা; প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক বিভিন্ন স্তরে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হবে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বাড়িতে গিয়ে ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’ জ্বালানোর পাশাপাশি অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পথনাটকসহ নানা সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

এছাড়াও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও আশা কর্মীদের সম্মান জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বিজেপির বক্তব্য, এই উদ্যোগকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সাধারণ মানুষকে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের রূপ দেওয়াই ‘সেবা সংকল্প অভিযানের’ লক্ষ্য।

বিজ্ঞানে নাটকের জয়!



নিজস্ব প্রতিবেদনঃ মঞ্চের উঠল বিজ্ঞান, গল্পে ধরা দিল সমাজ!

ছয় স্কুলের অভিনয়ে জমে উঠল বিজ্ঞান নাট্য প্রতিযোগিতা!

সেরার মুকুট ‘ফেরা’-র, এবার কলকাতায় লড়াইয়ের পালা!

কে পেলেন সেরা অভিনেতা, অভিনেত্রী, চিত্রনাট্য ও পরিচালকের পুরস্কার? শুনুন পুরো খবর!

বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজ, আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত সায়েন্স ড্রামা কম্পিটিশন ২০২৬ (ইউনিট লেবেল) -এর দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্ব সফলভাবে শেষ হল ৭ সেপ্টেম্বর। বিপুল সংখ্যক স্কুলের আগ্রহের কারণে প্রতিযোগিতাটি ৩ ও ৭ সেপ্টেম্বর; দুই দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

চূড়ান্ত দিনে ছয়টি স্কুল বিজ্ঞানভিত্তিক নাটক মঞ্চস্থ করে। গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিষয়কে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরার পাশাপাশি পড়ুয়াদের বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতা, দলগত কাজ এবং যোগাযোগ দক্ষতারও প্রকাশ ঘটে।

অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান স্বতন্ত্র বিশ্বাস বিজ্ঞান যোগাযোগের ক্ষেত্রে নাটকের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, বিজ্ঞান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির ক্ষেত্রে এমন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সেরার তালিকায় কারা? প্রথম নেতাজি গার্লস’ হাই স্কুল; ফেরা

দ্বিতীয় বাণীমন্দির রেলওয়ে এইচ.এস. স্কুল;

এগিয়ে যাওয়ার গান

তৃতীয় শ্যামধনজোত হাই স্কুল; নতুন দিগন্ত

বিশেষ পুরস্কার

হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতী হাই স্কুল; ভবিষ্যতের বাহন

সারদা শিশু তীর্থ সেভক রোড হাই স্কুল; নেপথ্যের ফাঁদে

শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠ; ওঙ্কার

ব্যক্তিগত পুরস্কারেও চমক

সেরা অভিনেতা গৌরব মণ্ডল;

চরিত্র সুদীপ্ত, সারদা শিশু তীর্থ সেভক রোড হাই স্কুল, নাটক নেপথ্যের ফাঁদে।

সেরা অভিনেত্রী শ্রাবণী রায়; চরিত্র অপু, নেতাজি গার্লস’ হাই স্কুল, নাটক ফেরা।

সেরা চিত্রনাট্য তনুশ্রী দে (দাস); হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতী হাই স্কুল, ভবিষ্যতের বাহন।

সেরা পরিচালক প্রিয়াঙ্কা প্রকাশী; নেতাজি গার্লস’ হাই স্কুল, ফেরা।

প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও প্রথম রানার্স-আপ স্কুল এবার পরবর্তী স্তরে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আগামী ৬ ও ৭ অক্টোবর ২০২৬ কলকাতার

বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম -এ অনুষ্ঠিত হবে পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিযোগিতা।

দুই দিনের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান, সৃজনশীলতা ও নাট্যচর্চাকে একসূত্রে বেঁধে পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞানকে আরও সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন হল।

শিক্ষকের ভূমিকায় খুদে পড়ুয়ারা!



নিজস্ব প্রতিবেদনঃ শিক্ষক হলেন শিশুরা, আর শিক্ষার্থীর ভূমিকায় শিক্ষিকারা!

মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতনে শিক্ষক দিবসে দেখা গেল এক অনরকম আয়োজন!

খুদে শিল্পীদের নাচ-অভিনয়ে আবেগে ভাসলেন উপস্থিত সকলে!

কীভাবে শিক্ষকের দায়িত্ব সামলাল কচিকাঁচার? দেখুন পুরো খবর!

প্রতিবছরের মতো এবারও উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার সঙ্গে মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতনে পালিত হল শিক্ষক দিবস। খুদে পড়ুয়া থেকে শুরু করে অভিভাবক; সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এদিন হয়ে উঠেছিল আনন্দ ও আবেগের এক মিলনমঞ্চ। সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। এরপর খুদে শিক্ষার্থীদের বক্তব্য ও নৃত্য পরিবেশনায় শিক্ষক দিবস এবং শিক্ষাজীবনে বিদ্যালয়ের গুরুত্ব উঠে আসে সুন্দরভাবে। তাদের সাবলীল পরিবেশনা উপস্থিত সকলকে আবেগান্বিত করে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল একটি অভিনব নাটিকা। পড়ুয়াদের দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী তাদেরই দেওয়া হয় শিক্ষিকাদের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের সুযোগ। ক্ষুদে শিল্পীরা কখনও শিক্ষকের ভূমিকায়, কখনও শ্রেণিকক্ষের দায়িত্বে থেকে অভিনয়ের মাধ্যমে পঠনপাঠনের পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলে। তাদের প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে নেয়।

শিক্ষকদের সম্মান জানাতেও ছিল বিশেষ সংবর্ধনা পর্ব। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকা সহকারী শিক্ষিকাদের ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করেন। পাশাপাশি ছোট পড়ুয়াও ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে শিক্ষিকাদের হাতে তুলে দেয় উপহার। প্রধান কর্ণধার শিক্ষাদরদী সঞ্জীব কুমার দাসের তত্ত্বাবধানে সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয়।

সব মিলিয়ে কচিকাঁচাদের আনন্দ, অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিকতায় মাতঙ্গিনী শিশু নিকেতনের শিক্ষক দিবসের আয়োজন হয়ে উঠল স্মরণীয় ও আবেগঘন।

সাক্ষরতার আলোয় উত্তর দিনাজপুর



নিজস্ব প্রতিবেদন : শুধু অক্ষরজ্ঞান নয়, প্রতিটি মানুষকে শিক্ষার আলোয় আনার অঙ্গীকার! উত্তর দিনাজপুরে পালিত হল ৬০তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। নতুন উদ্যোগ ‘নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রাম’; সাক্ষর হবে অসাক্ষর মানুষ! ‘উল্লাস’ অ্যাপের মাধ্যমে অসাক্ষর ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকদের হবে নথিভুক্তকরণ। শিশু আবাসনের নাচ-নাটকে উঠে এল সাক্ষরতার গুরুত্ব ও সমাজ বদলের বার্তা।

সাক্ষরতার আলো সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে উত্তর দিনাজপুরে পালিত হল এবছরের ৬০তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। ৮ সেপ্টেম্বর জেলা জনশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগে জেলা পরিষদের রবীন্দ্র সভাকক্ষে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক জনাব আজমল হোসেন। এবারের অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব পায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গৃহীত ‘নিউ ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রাম’ বা এনআইএলপি।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যে ২০২২ সাল থেকেই এই কর্মসূচি চালু রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অসাক্ষর মানুষদের সাক্ষর করে

তোলার পাশাপাশি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যারা শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী, তাঁদেরও যুক্ত করা হবে। ‘উল্লাস’ অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে অসাক্ষর ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক হিসেবে আগ্রহীদের নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

এদিন জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনেরা তাঁদের তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অধীন শিশু আবাসনের শিশুদের নৃত্য ও নাট্য পরিবেশনা। অভিনয় ও নৃত্যের মাধ্যমে তারা দর্শকদের সামনে তুলে ধরে সাক্ষরতা দিবসের তাৎপর্য এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বার্তা। পাশাপাশি ছিল আরও বেশ কিছু মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

সমাজের একজন মানুষও যেন নিরক্ষর না থাকেন; এই লক্ষ্যেই সাক্ষরতার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে পালিত হল দিনটি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক সঙ্গীত সুন্দর মণ্ডল।

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

নীরবে বিপদ বাড়ছে, বুঝছেন তো?



নিজস্ব প্রতিবেদনঃ শরীরের ভিতরে বিপদ জমছে, অথচ বাইরে থেকে তার কোনও লক্ষণই নেই; এমনটা কি আপনার সঙ্গেও হতে পারে?

ক্যান্সার, ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চ রক্তচাপ; অনেক ক্ষেত্রেই শুরুতে শরীর স্পষ্টভাবে সতর্ক

করে না।

তাই সুস্থ মনে করেই কি আমরা অজান্তে কোনও বড় ঝুঁকি বয়ে বেড়াচ্ছি?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন।

আজকের ব্যস্ত জীবনে স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হওয়ার সময় অনেকেরই হয়ে ওঠে না। অথচ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ অনেক গুরুতর রোগের ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

আজকের বিশেষ স্বাস্থ্য আলোচনায় শরীরের নীরব বিপদ, রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্থ থাকার নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে কথা বলেছেন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল। কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে শুরুতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন? কী ধরনের লক্ষণকে অবহেলা করা উচিত নয়? কতটা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা? খাদ্যাভ্যাস ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কী কী পরিবর্তন আনা দরকার?

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল-এর গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরামর্শগুলি জানতে খবরের ঘন্টার ফেসবুক পেজ এবং ইউ টিউবের এই বিষয়ক ভিডিওটি দেখুন। সচেতন থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আপনার প্রিয়জনদেরও এই বার্তা পৌঁছে দিন।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা